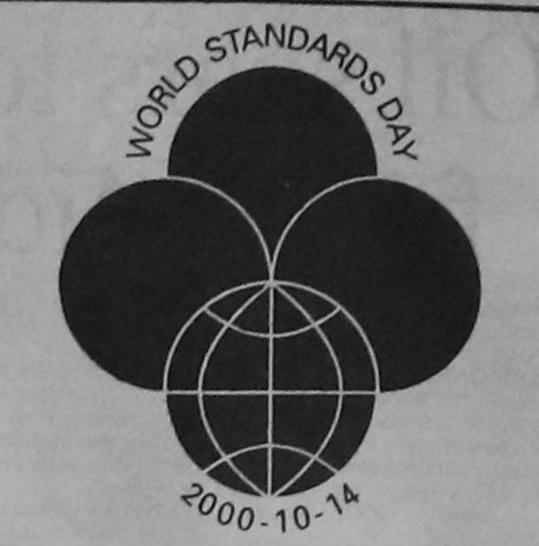




वाश्नाप्तम राखार्जम व्याख एक्टिश रेमिए हिमन শिল्ल यञ्जनानय

Bangladesh Standards and Testing Institution **Ministry of Industries** 



31st World Standards Day

International Standards for Peace and Prosperity





রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ২৯ আশ্বিন ১৪০৭

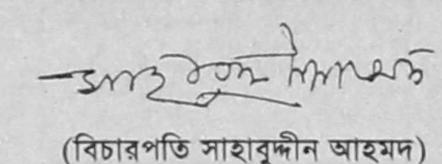
১৪ অক্টোবর ২০০০

## বাণী

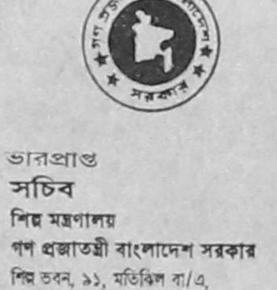
বিশ্বমান দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেষ্টিং ইন্সটিটিউশনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এবারের বিশ্বমান দিবসের মূল প্রতিপাদ্য "International Standards for Peace and Prosperity" অর্থাৎ "শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক মান" নিঃসন্দেহে অর্থবহ।

মান সমত পণ্য উৎপাদন যে কোন দেশের পরিচিতিকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করে। এটা সম্ভব হবে যদি উৎপাদনকারীগণ সচেতনতার সাথে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণে এগিয়ে আসে। আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন লাগসই প্রযুক্তি, দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও সজনশীল কর্মীর আমি আশা করি, দেশের সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সবাই উৎপাদিত পণ্য ও সেবার গুণগত মান সমুনত রাখতে সচেষ্ট হবে।

আমি দিবসটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।







### বাণী

আৰ্জাতিক মান সংস্থা (ISO) এর সদস্য হিসেবে "বাংলাদেশ স্থ্যাভার্তস এভ টেষ্টিং ইনষ্টিটিউশন (বিএসটিআই)" কর্ত্ক দেশে বিশ্বমান দিবস পালনের উদ্যোগকে আমি অভিনন্দন জানাই। বিশ্বমান मिवरम এवारतत श्रिकामा विषय 'International Standards for "শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক

পণ্যের মান সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। পণ্যের চাহিদা ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর বিষয় করে পণ্যের গুণগত মানের উপর। পণ্যের তণগত মান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও জন্য শিল্প কারখানায় উৎপাদিত নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে শিল্প মালিক পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের বিশেষ ভূমিকা তথা উৎপাদনকারীগণ এবং রয়েছে। তাই মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ভোক্তাগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে উৎপাদনকারীগণকে আরও বলে আমার সুদৃ । বিশ্বাস। সচেতনতার সাথে যথায়থ ভূমিকা পালন করতে হবে। মুক্ত বাজার वर्षनी जित्र यूर्ण (मनी य भर्गात চাহিদা প্রণ ও রপ্তানী নাজার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ অপরিহায বলে মনে করি। দেশের অর্থানৈতিক

উनुग्रन ७ मिल्ल विकारमंत्र शर्वमर्ज হচ্ছে মান সম্মত পণ্য উৎপাদন।

বিএসটিআই পণ্যের মান প্রণয়ন, পরীক্ষণের মাধামে পণ্যের মান নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিতকরণ তধুমাত্র বিএসটিআই'র একার পক্ষে সম্ভব নয়। এ বিষয়ে সংশ্রিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে रत । भान उनुग्रन ७ निग्रञ्जला जना Peace and Prosperity" वर्षा वर्याकन मक वावशाना, जाइ প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে দক্ষ বাবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে বর্তমান বিশ্বে ক্রেতা সাধারণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

৩১তম বিশ্বমান দিবস পালনের

(আল-আমীন চৌধুরী)

markets so demand. result among the interested parties-whether these be safety modern world. regulators, development engineers







# World Standards Day Message 14 October 2000 International Standards for Peace and Prosperity

In a world that changes and evolves ever more rapidly- technically, economically and in all kinds of international relations-human beings have a strong need for stabilizing influences. In their constant quest to explore, create and develop, they also need to bring greater order, peace and prosperity to the world. In this seeming paradox, they almost invariably need a known starting point, some 'rules of procedure' and eventually a common basis for measuring progress, acceptability and achievement.

At the philosophical or intellectual level, these are provided by moral or ethical standards that can theoretically be adopted and applied by anyone in any walk of life. Specifically in technology and science, and therefore in the vast proportion of industrial, business and economic spheres, they are most often articulated in the consensusbased documents published as International Standards or Recommendations by the three truly global standardization bodies: the International Electrotechnical Commission (IEC), the International Organization for Standardization (ISO) and the International Telecommunication Union (ITU).

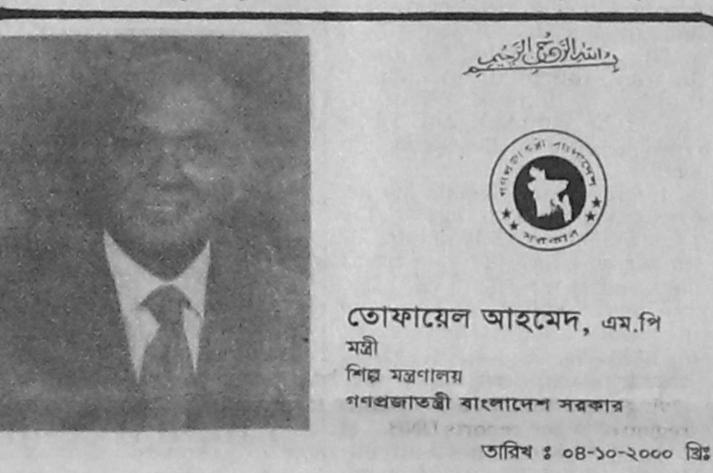
These technical standards, too, are voluntarily conceived, elaborated, adopted and applied by users ranging all the way from individuals through companies, professional associations and national governments to regional group-ings. They are democratically developed in the widest global perspective, aiming to offer the greatest good to the greatest number.

There can be no such thing as an absolute, immutable standard, either intellectual or technical. Like morals and ethics that have evolved and been refined over the millennia, International Standards in the 21st Century are living guidelines and specifications. They must retain a degree of flexibility and be open to adaptation, modernization and improvement, even withdrawal or replacement when changing circumstances, technologies or

example-the standards develop- achieving global peace and

ment process must first allow an essential level of consensus, a stable foundation on which to build an agreed route forward. One vital role of IEC, ISO and ITU standards and other technical agreements is therefore to create an equilibrium, a form of peace, from all the competing techni-

prosperity, it is easy to be sceptical about the consensual base on which international standards are developed, seeing consensus as "soft compromizer" and, therefore, ineffective. In fact, building consensus from starting positions that may be very far apart and



প্রতি বছরের ন্যায় এবারও "বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেষ্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)" বিশ্বের অন্যান্য মান সংস্থার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে 'বিশ্বমান দিবস' পালন করতে যাচ্ছে। আমি "বিএসটিআই'র" এ উদ্যোগ গ্রহণে আনন্দিত

৩১তম বিশ্বমান দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় 'International Standards for Peace and Prosperity" অর্থাৎ "শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক মান।" এই উদ্দেশ্য সফল বাস্তবায়নের জন্য যা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা হলো পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ। মান সম্মত পণ্য ভোক্তার কাছে অধিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করলেই শিল্প ও বাণিজ্যের সমৃদ্ধির দ্বার উম্মোচিত হবে। উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে থাকলে আমরা মুক্ত বাজার অর্থনীতির যুগে টিকে থাকতে সক্ষম হব এবং উদ্মুক্ত হবে আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য। বৈদেশিক বাজারে আমাদের পণ্যের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। ফলে সকল ক্ষেত্রে শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জিত হবে।

পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণের এ গুরুদায়িত্ব বিএসটিআই পালন করে যাচ্ছে। জাতীয় মানের সফল বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। পণ্যের গুণগত মান, বিশ্বমান পর্যায়ে উন্নীত করণের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে আমরা বাংলাদেশী পণ্যকে বিশ্ব বাজারে সমাদৃত করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

আজ এই দিবস পালন, পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে বলে আমি আশা করি।

जग्र वांश्ला, जग्न वन्नवन्न 

> 157607 5m-602 13h (তোফায়েল আহমেদ)

But to achieve the desired cal, economic, social and environmental pressures that make up our

or competing manufacturers, for cynical about the chances of

held by powerful market players often requires much discussion, vigorous debate and Just as it is easy to be argument, negotiation and, on occasions, confrontation among market players.

This by its nature is neither an easy nor in many cases a fast process. But it is the huge benefits, not only for the participants but most importantly for the prosperity and convenience of mankind in general, that drive international standardization forward. The global technical agreements forged in the IEC, ISO and ITU help to set and maintain the highest levels of safety, performance and quality in a vast range of products and services, to ensure their environmental friendliness, to foster technical understanding and technology exchange around the world, and to promote the rapidly expanding husiness and trade among nations that are a hallmark of our times and the cornerstones of sustainable social as well as economic development.

Recognition of the importance of International Standards comes in different ways and forms, and from different sectors of society. At one end of the scale, the fact that our everyday reliance on product safety, the availability of robust communications and a constantly increasing quality of service bears tribute to the value of thousands of unseen standards from the IEC, ISO and ITU. At the other end, the World Trade Organisation's Agreement on Technical Barriers to Trade emphasizes the vital role played by International Standards in providing the technical foundation for global markets and calls on all governments to make maximum use of them in lowering unnecessary technical barriers to free trade.

Without agreement, there can be no peace. And without peace, there can be no lasting prosperity. International Standards are an essential tool in mankind's continuing efforts to achieve more of both.

M. Mathias fünfschilling

M. Giacomo Elias

Of shir atten M. Yoshio Utsumi





গণপ্রজাতটা বাংলাদেশ সরকার ३३ व्याचिन ३४०१

০৪ অক্টোবর ২০০০

বাণী

বাংলাদেশে ৩১তম বিশ্বমান দিবস পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ দিবসের কর্মসূচি পণ্য ও সেবার মান নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

শিল্পের সৃষ্ঠ বিকাশের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি वर्जन वाभारित नका। भानमन्त्रन निल्ल भग उर्भानन वरः পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে পণ্যের গুণগত মান সতর্কতার সাথে নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় বাজারে দেশজ পণ্যের চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানী বৃদ্ধি করতে হবে। পণ্যের মান ও গুণ নির্ধারণ, নিশ্চিতকরণ এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় হোক বিশ্বমান দিবসে এ আমার একান্ত প্রত্যাশা।

বিশ্বমান দিবস কর্মসূচি সফল হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক



# বাণী

আজ ৩১তম বিশ্বমান দিবস প্রতিবারের ন্যায় এবারও বাংলাদেশে বিশ্বমান দিবস পালিত হচ্ছে। পণাের ও সেবার মান প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করাই দিবসটি পালনের অনাত্য

বিশ্বে দুণ্তগতিতে প্রযুক্তির উनुग्रन ७ পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের সুফল পেতে হলে আন্তর্জাতিক মান সম্পনু পণ্য সর্বদাসচেষ্ট। উৎপাদন ও সেবার মান বৃদ্ধি করে শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করা যেতে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করতে পারে। একটি জাতীয় মান অনুসরণে বিএসটিআইকে সংশ্লিষ্ট সকলে উৎপাদিত পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য পায়। ফলে ভোক্তার চাহিদা ও বিশ্বমান দিবসে সকলকে উদাত্ত। শিল্পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হয়। আহবান জানাচ্ছি।

বিএসটিআই দেশে বাবহৃত প্রযুক্তির ভিত্তিতে ও আন্তর্জাতিক মান অনুসরণে ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বার্থ রক্ষার্থে মান প্রণয়ন করে আসছে। 🗸 🕹 বিএসটিআই প্রণীত মান সঠিকভাবে অनुসরণের মাধামে উৎপাদনকারী,

ভোক্তা তথা সর্বস্তরের জনগণের কল্যাণ সাধিত হতে পারে এবং দেশীয় শিল্পের দ্রুত বিকাশ ও রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে।

এবারের বিশ্বমান দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক মান" আইএসও কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে। ISO, IEC ও ITU এই তিনটি সংস্থা স্ব স্ব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান প্রণয়ন করে 🖍 আসছে। 'বিএসটিআই' আইএসও'র সদস্য হিসেবে আইএসও কর্ত্ক প্রণীত মান সরাসরি গৃহীত করে আসছে। এসকল বাংলাদেশ মান (বিডিএস) আমাদের শিল্প ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য কারিগরী দলিল হিসাবে কাজ করবে वरन यामि यागावामी। সংশिष्ठित নিকট মানকে পৌঁছানোর মাধামে পণা সামগ্রীর গুণগত মান উনুয়ন ও গণসচেতনতা সৃষ্টি পূর্বক শিল্প ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে শান্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করার জন্য বিএসটিআই

শিল্প বিকাশ ও রপ্তানী

(আজিজ আহমেদ চৌধুরী) মহা-পরিচালক

लोजलाः विউि ममना व्याषाङ्ग, म्याना मित्रमे मिनम् निः